



□ বিশেষ ফ্রেডপত্র □ প্রকাশনা: তথ্য কমিশন □ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) □ সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয়: তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২



বাণী



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য’ ‘তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সুশাসনের অন্যতম নিয়ামক। তথ্যের অবাধপ্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রগতি হয়েছে ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’। এ আইনের মাধ্যমে নাগরিকগণ তথ্য প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, খ্রিষ্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, নাগরিক সমাজ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণতা পেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন জনগণের কল্যাণে প্রণীত। তথ্যের অবাধ, সঠিক ও সময়োচিত প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সুশাসন নিশ্চিত হবে, জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থা সম্পর্ক সমৃদ্ধ থাকবে। তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করেছে। আমি আশা করি, তথ্য কমিশন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের ক্ষমতায়নকেও সুদৃঢ় করতে জোর প্রদেয়। অব্যাহত রাখবে।

আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।
জয় বাংলা।
মোঃ আবদুল হামিদ



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২



বাণী



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের তথ্যের অধিকারকে সম্মান দিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাস করে এবং এর আওতায় তথ্য কমিশন গঠন করেছে। ফলে জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। এতে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। সংসদ টেলিভিশন চালুর ফলে গণমানুষের কাছে সংসদের কার্যক্রম সরাসরি পৌঁছানো সহজ হয়েছে।

তথ্য কমিশন সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে নিরলস কাজ করেছে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তথ্য কমিশন তথ্য বঞ্চিত জনগণের অভিযোগ আমলে নিয়ে নিয়মিত সুনামির মাধ্যমে তাদের তথ্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন মাধ্যমে স্ব-প্ররোচিত তথ্য প্রকাশের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণ যত তথ্য পাবে, তাদের জীবনমানের তত উন্নয়ন ঘটবে।

আমি আশা করি, তথ্য অধিকার আইনের অধিকারের বাহুরে মুক্ত সমাজগঠন ও জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে, গণতন্ত্র ও সুশাসন আরও সুদৃঢ় হবে। জাতির পিতার ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। তথ্য কমিশন আমাদের সরকারের এ উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে—এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
হাসিনা বেগম
শেখ হাসিনা



মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী



তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক”- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ পালিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তির এক অভূতপূর্ব সময়ে অবস্থান করছে। তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে তথ্য আদান প্রদানে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ শুরু করেন যার ফলাফল আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পরিক্রমায় অবতীর্ণ হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তথ্য অধিকার- একে অপরের পরিপূরক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ পাস করেন। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই এ আইন। আর এই তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গণমাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্ব-প্ররোচিতভাবে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ, ই-মেইলে তথ্যের আদান-প্রদান এসব তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বাস্তব ফলাফল।

নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে স্ব-প্ররোচিত তথ্য প্রচার ও প্রকাশের জন্য সকল কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করারই জনগণের সঠিক তথ্য লাভে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে গতিশীল করার মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রবেশাধিকার আরও মসৃণ হবে। মহামারি কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২২ উদযাপন প্রশংসার দাবিদার। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২২ এর সর্বস্বীয় সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
ড. হাছান মাহমুদ, এমপি



প্রধান তথ্য কমিশনার



বাণী



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য প্রাপ্তি ও জ্ঞান মানুষের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। তথ্যই শক্তি। তথ্য মানুষকে সচেতন করে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান গুলির ওপর জনগণের ক্ষমতায়নকে প্রতিষ্ঠা করে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২৮ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হচ্ছে। ‘তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক’-এবারের এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ আন্তর্জাতিক সময়োপযোগী হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এ সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধি প্রত্যেকটিই তথ্য প্রযুক্তি বান্ধব। তথ্যের অবাধ প্রবাহ তথ্য তথ্য সহজলভ্যকরণ, তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রচার ও প্রকাশ, তথ্য আদান প্রদান সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তি ও প্রদানে ই-মেইলের ব্যবহার, সকল কর্তৃপক্ষের ইন্টারনেট সংযোগ সার্বজনিক সচল রাখা, ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্যের প্রেরণাব্যবস্থা ও সংরক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন; অন্যান্য দপ্তর-সংস্থা ও জনগণের সহিত যোগসূত্রের মাধ্যম, স্ব-প্ররোচিত তথ্য প্রদান ও প্রকাশের কার্যক্রম মাধ্যম হিসাবে ওয়েবসাইটের আবশ্যিক ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ; তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। স্ব-প্ররোচিত তথ্য প্রকাশ ও ওয়েবসাইটের সর্বোত্তম ব্যবহার স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যা যা সুশাসনের অন্যতম অনুষঙ্গ।

তথ্য কমিশন অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় তথ্য আদান প্রদানে সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও চর্চা সুদৃঢ় করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অনলাইনে অভিযোগ তদানী ও নিষ্পত্তিকরণ, তথ্যের আবেদন গ্রহণ ও প্রদান, অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন ও কনফারেন্সিং ইত্যাদি ব্যাপক ভাবে প্রচলন করা হয়েছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ যোগাযোগ আওতায় তথ্যের তৃপ্তমূল পর্যন্ত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিত ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক, নিজস্ব স্যাটেলাইট ও শক্তিশালী মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন; ৫ হাজারের অধিক ইউনিটের ও পৌর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, প্রায় ৫০ হাজার ওয়েবসাইট সফলিত সর্বস্বচ্ছ ওয়েবপোর্টাল তৈরি, বিভিন্ন কলসেন্টার স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম প্রাথমিক জনগণেরও ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় তথ্য ও তথ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিদ্যমান প্রতিকূলতা দূর করে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হবে-এটাই দিবস পালনে দেশবাসীর প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।
মরহুজা আহমদ



সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী



তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

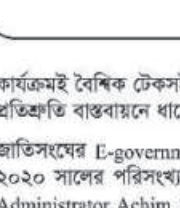
‘তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে “আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২” উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য। জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করতে সর্বোপরি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

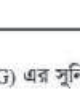
সরকারি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, ইন্টারনেট ডেনসিটি বৃদ্ধি, সাবমেরিন ক্যাবলের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, নতুন সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করেছে। টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সেবা আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ, প্রায় সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি, সকল জেলায় ‘জেলা তথ্য বাতায়ন’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সারা দেশে ৫ হাজার ৮৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ৮ হাজার ৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরিতকরণ, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগকে দ্রুত ও সহজতর করার মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। তথ্য কমিশনের কার্যক্রম পদক্ষেপের ফলে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি আরো দ্রুত ও সহজ হয়েছে।

জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে অবহিত করা এবং উন্নয়নের শ্রোতৃধারায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তথ্য কমিশনের অয়োজনে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন সরকারের এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

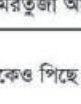
আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২’ উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা
মোঃ মকবুল হোসেন পি এ এ



সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী



তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কার্যক্রমই বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG) এর সুনির্দিষ্ট টার্গেট এবং goal ‘একজনকেও পিছে ফেলে নয়’ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের E-government Development Index প্রতি দুই বছর পর পর সরকারের সক্ষমতা পর্যালোচনা করে। ২০২০ সালের পরিসংখ্যানে ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম। এক পরিসংখ্যানে UNDP এর Administrator Achim Steiner বলেছেন ডিজিটাইজেশনে ৫ বিলিয়ন ডিজিট, ১১ বিলিয়ন ডলার খরচ এবং নাগরিকদের ৯ বিলিয়ন কর্মদিবস ব্যতিয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের অগ্রাধিকার আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি পেয়ে পুরস্কৃত হয়েছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট কাঠামোগত দুর্বলতা, একই সঙ্গে মানসিক ও সংস্কৃতির পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষ কেননা তথ্য গোপন রাখা বা কোনো তথ্য রেখে ঢেকে বলা বা বাড়িয়ে বলা অনেক ক্ষেত্রে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে এখনো কাটাচিহ্নিত ও ইনহেরেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। প্রশিক্ষিত জনবল, অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ সর্বব্যবস্থা, ইন্টারনেট সুবিধা না থাকাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রযুক্তিগত সাপোর্ট সকল পর্যায়ে বিশেষ করে ইউনিয়ন ও পৌরসভায় নেই। এছাড়াও এনজয়েন্ট ফোরাম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০% বেশি নয়।

ইউনিসিসিওর দূরত্ব গড়ে ৪ কিলোমিটার। যেখানে নারী, প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের পক্ষে সেবা নেয়া এখনো দুর্দশ। এমনকি তথ্যের প্রযুক্তিগত প্রবেশাধিকার থাকা সত্ত্বেও বিশালাকার তথ্য ভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়াও জটিল ও সময় সাপেক্ষ। সাধারণ মানুষ নিত্য নতুন টেকনোলজির সাথে খাপ খাওয়াতে নতুন করে প্রতিবন্ধকতার কবলে পড়ছে। অন্যদিকে যথাযথ সচেতনতা ও জ্ঞানের অভাবে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সহজেই সোশাল মিডিয়ায় চলে আসছে যা তাদের হারানি ও অর্থহীন কারণ হচ্ছে। প্রযুক্তিগত জটিল কারণে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম বড় হুমকি হচ্ছে সাইবার ক্রাইম। অনেক বড় বড় ব্যাংক এবং সংস্থাও এর শিকার হয়েছে। উন্নত বিশ্বে ক্রিমি বুদ্ধিমত্তার বোকাটিক পদ্ধতিতে তথ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকার দেয়ার বিষয়েও গবেষণা চলছে। তাতে হয়তো বা আবার নতুন করে তথ্য সেবাসহ সকল সেবা প্রদান পদ্ধতি এডজাস্ট করতে হবে। সেই প্রস্তুতিও আমাদের নিজে রাখতে হবে এখন থেকেই। প্রয়োজন মানুষের দক্ষতা বাড়ানো, সকলকে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও জরুরি। কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মালেন্সারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এদেশে ৪৯% মানুষের বয়স ২৪ বছর বা তার নীচে তাদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। তবে প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রচলিত পদ্ধতিতে চালু রাখতে হবে যাতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, রেডিও, টেলিভিশন, সাবাদপত্রসহ সকল মিডিয়া কর্মী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বা সকল সমাজ কর্মীদের সুসমর্থিত উদ্যোগ ও পচফলা হতে হবে একই লক্ষ্যে পুরে।

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে সরকার ও জনগণের যোগাযোগের প্রচলিত ধারা পাটো তথ্য সেবা প্রাপ্তি এখন জনগণের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে অনেক ক্ষেত্রেই। জনগণের তথ্য জ্ঞান এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুফল হিসেবে বাংলাদেশে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদার উন্নীত হয়েছে। কোনো সংকটসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দেশের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো। স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিবর্তনশীল চাহিদা মোতাবেক সক্ষমতা গড়ে তুলে প্রশাসনিক ও জীবনানন্দী কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত করতে জটিল বিশ্বব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি এক আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে এই আশীর্বাদপূর্ণ নিশ্চিতভাবেই যা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। □

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।